আমার নামের বিবর্তন

আমার পুর্ন নাম মোঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার। এটা অনেকবার বিবর্তন হয়ে এই পর্যায়ে এসেছে। দাদা আমার নাম রেখেছিলেন মোঃ সাদেক আলী। আমি যতদুর স্মরণ করতে পারি তাতে দেখা গেছে ছোট বেলায় বিভিন্ন জন আমাকে বিভিন্ন ভাবে ডেকেছে। যেমন, সাদেক, সাদক, সাদিক, সাদগালী, সাদেগালী ইত্যাদি নামে। খেলার সাথীরা সাদগালী বলেই ডাকত। ঝগড়া শুরু হয়ে গেলে বলত সাদগালী গাদগালী। মা ডাকতেন সাদেগালী বাজান। মা নানাকে বাজান ডাকতেন। তাই আমার নামের সাথে বাজান বসায়ে আদরের সাথে ডাকতেন। একবার আমাদের বাড়ীতে নানা এসেছেন। আমার বয়স হয়ত ৬/৭ বছর। নানা বড় ঘরে শুয়ে আছেন। মা রান্নাঘরে রান্না করছেন। মা বললেন "সাদেগালী বাজান ঘর থেকে লবনের বাটিটা আনো ছে।"
আমি গিয়ে নানাকে বললাম "নানা, মা আপনাকে এবং আমাকে ঘর থেকে লবনের বাটি নিয়ে যেতে বলেছেন। "
- কি কস?
- মা তাই বলেছে। চলুন এক সাথে লবন নিয়ে যাই।
- এই ফাতেমা, তোর ছেলে কি বলে?
আমি বললাম মা তো বললেন সাদেগালী বাজান। তাতে তো তাই হয়। আমি আর নানা।
মা বললেন ও দুস্টামী করে বলতাছে। আপনি বিশ্রাম নিন। এখনো বাড়ীতে বেড়াতে গেলে চাচীরা সাদেগালী বাজানের গল্প বলে হাসাহাসি করেন।

বয়স যত বাড়তে লাগল আমি আমার নাম নিয়ে চিন্তান্বিত হতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম নাম পাল্টাব। আপা বললেন " দাদার রাখা নাম পাল্টাবে! " সিদ্ধান্ত নিলাম একটু মার্জিত করে নিব। নিজে নিজে স্থির করলাম আমার নাম হবে "মোঃ সাদেকুল আলম"। এখন তালুকদারি ভাব কমে গেছে বলে তালুকদার লাগালাম না। মাওলানা ছমির উদ্দিন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার নামটা ভাল হল কিনা। তিনি বললেন ভালই হয়েছে।
- ইংরেজিতে সাদেকুল বানান কি হবে?
- আগে কি লিখতে?
- সাদেক আলী
-ইংরেজিতে সাদেক বানান কি লিখতে?
- sadeque
-এর শেসে একটা এল দিয়ে দাও
- তাহলে হয় sadequel
- ঠিক আছে
মাওলানা ছমির উদ্দিন হুজুরের বাড়ী ছিল আমাদের বাড়ীর কাছেই। তাকে সবাই পছন্দ করতেন। তিনি ভাল আজান দিতেন। ভাল সুরে কোরআন পড়তেন। ভাল দোয়া দরুদ পাঠ করতেন। নতুন ধানের ভাত রান্না করলে, গুরুত্বপুর্ন ইসলামী দিবসগুলিতে মা তাকে দাওয়াত দিতেন। তিনি আমার দাদা দাদী নানা নানী ও আরও অনেকের জন্য দোয়া করতেন। আমি তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষের লোক মনে করতাম। আমি অল্প বয়সেই কোরআন শিখেছি, নামাজ শিখেছি, দোয়া দরুদ শিখেছি তাই তিনি আমাকে অনেক আদর করতেন। আমিও তার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি অনেক দিন হয় ইন্তেকাল করেছেন। আমার মাকে সারাজীবন নামাজ পড়তে দেখেছি। তিনি খুব দান করতেন। এজন্য অনেকেই তিরস্কার করতেন। বলতেন "এত দান করলে ভিক্ষুক হয়ে যাবে"। বাস্তবে কি তাই হয়েছে? সারাজীবন নিয়মিত অল্প অল্প কোরআন পড়তেন। অর্থসহ পড়তে পারতেন না। আমিও সারাজীবন নিয়মিত কোরআন পড়ার চেস্টা করি অর্থসহ।

১৯৭১ সনে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করার সময় নাম লিখলাম মোঃ সাদেকুল আলম। কচুয়া পাবলিক হাই স্কুলে ভর্তি হবার সময় একই নাম লিখলাম। এই নামেই শিক্ষিত মহলে পরিচিতি পেতে লাগলাম। ১৯৭৫ সনে বেব্রুয়ারী মাসে এই নামের সাথে তালুকদার লাগিয়ে ঢাকা বোর্ডে নাম রেজিস্ট্রেশন করলাম। মনে হল লেখাপড়া করে বড় কিছু হলে আমি তালুকদারি ভাব ফিরে পেতি পারি, তাই বংশগত তালুকদার নামটুকু রাখলাম। এখন নাম হল মোঃ সাদেকুল আলম তালুকদার।

তখন নবম শ্রেণীতে পড়তাম। কচুয়া স্কুলের একমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষক ভীমচন্দ্র স্যার তিন মাস যাবত নিখোঁজ। আমি বিজ্ঞান পড়ায় খুব ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ভাল স্কুল বাটাজোর বি এম হাই স্কুলে চলে যাব। যেহেতু

কচুয়া স্কুল থেকে নাম রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে সেহেতু স্কুল বদলালে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) নিয়ে যেতে হবে। কচুয়া স্কুল কিছুতেই টিসি দিবে না। ক্লাশের ফার্স্ট বয় ছাড়বে না। সিদ্ধান্ত নিলাম বাটাজোর গিয়ে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করব। একই নাম ও পিতার নাম নিয়ে দুই স্কুল থেকে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম নাম পরিবর্তন করে নিব।

পহেলা এপ্রিল বাটাজোর ভর্তি হতে গেলাম। অফিস বললেন "আজ এপ্রিলফুল, আগামীকাল ভর্তি হও। " তাই হলাম। নাম দিলাম মোঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার। ১৫ ই এপ্রিল আমরা সবাই নাম রেজিস্ট্রেশন করতে বসলাম। এখানেও এই নাম দিলাম। কারোরই জন্ম তারিখ জানা নেই। তাই ফর্ম ফিলাপ হতে দেরী হচ্ছিল। স্যার এসে বললেন
- এই, দেরী হচ্ছে কেন?
- স্যার, জন্মতারিখ কত দিব?
- যেদিন জন্মেছিলে সেই তারিখ টা লিখ।
-জানা নাই তো।
-তা হলে আজকের তারিখটাই লিখ।
আমরা সবাই ১৫ ই এপ্রিল ১৯৬১ সন জন্ম তারিখ লিখলাম। অনেকেই এই তারিখে আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। আমি ঘটনা মনে করে মিটিমিটি হাসি।

এই নামেই এস এস সি, এইচ এস সি, এম বি বি এস ও এম ফিল পাস করলাম। চাকরি করলাম। এই নামেই আমি এখন মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও কলেজের প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। নামের আগে শুধু ডাঃ বসেছে। দুইটি বই লিখেছি এই নামেই। ইংরেজীতে লিখা হয় Dr. Md. Sadequel Islam Talukder. বিভিন্ন অফিস থেকে যখন চিঠিপত্র আসে তখন একটু সমস্যা হয়। ভুল গুলি হল এইরূপ- sadequl, sadequr, sadekul, Sadequr Rahman, Sadekul Takukder. অনেকেই তালুকদার বাদ দিয়ে লিখেন। ২০০২ সনে আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ছিলাম। এফ সি পি এস কারিকুলাম তৈরির ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করার জন্য চিঠি আসল সাদেক হোসেন নামে। আমি অফিস সহকারীকে বললাম
- আমার নাম ভুল লিখলেন কেন?
-স্যার, ময়মনসিংহ প্যাথলজির হেডের নাম কেউ বলতে পারছিল না। মহসিন স্যারকে ফোন করলাম। তিনি সাদেক বলেই ফোন কেটে দিলেন। নিরুপায় হয়ে শেসে হোসেন লাগিয়েছি, কারন আমাদের মেয়রের নাম সাদেক হোসেন।

সাইন্টিফিক আর্টিকেলে নাম লিখতে তিনটি অংশ লাগে। First name, Middle name, Last name। আমার নামে এই তিনটি অংশ হল Sadequel Islam Talukder. সর্বকালের সর্বশ্রেসঠ মানবের নামেও তিনটি অংশ আছে। তার নাম আবুল কাশিম মুহাম্মদ (স:)। ভেনকুভার স্টাইলে নামের শেষ অংশ পুর্ন লিখতে হয়, প্রথম ও মাঝের অংশের শুধু প্রথম অক্ষরটি লিখতে হয়। এ পর্যন্ত আমার ৮৩ টি সাইন্টিফিক আর্টিকেল মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে আমার নাম লিখা আছে এই ভাবে Talukder SI.

Sadequel বানানটায় যে একটি অতিরিক্ত e দেয়া হয়েছে সেটা হয়ত হুজুর মনের অজান্তে করে ফেলেছেন। তবে, এটা আমার ডিজিটাল যুগের জন্য খুব ভাল হয়েছে। ইন্টারনেটে যখন কোন কিছু রেজিস্ট্রেশন করতে যাই তখন ইউজার আই ডি হিসাবে সব ক্ষেত্রেই sadequel নামটা নিয়ে নেয়। sadequl হলে হয়ত অনেক অন্য কারো নামের সাথে মিলে যেতো। আপনি যদি google অথবা youtube এ sadequel লিখে সার্চ দেন তবে যে নাম আসবে সেটা শুধুমাত্র আমি। কারন sadequel ভুল বানান পৃথিবীতে এক পিসই আছে।
======
ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার
ফেইসবুক পোস্ট
স্মৃতির পাতা থেকে
১৮/৬/২০১৭